ভারতীয় বিজ্ঞানে এক গবেষনা চুরির ঘটনা

সব্যসাচী সরকার (১৯৬৪-৬৬ ব্যাচ, বিজ্ঞান কলেজ, http://home.iitk.ac.in/~abya/)

৫০ বছর আগে একদিন আমি বিজ্ঞান কলেজের সিংহ দ্বারের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় দেখলাম অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার থেকে সিঁড়ির দু ধাপ এগিয়ে উঠছেন।সিঁড়ির সেই দুরত্ব রেখে উপরে উঠে তিনি মাথা ঘুরিয়ে আমায় প্রশ্ন করলেন যে রসায়নে কি বিষয়ে আমি কাজ করছি। রেনিয়াম মেটালের সায়ানাইড যৌগের উপর কাজ করি বলতেই উনি আমায় ল্যান্থানাইডস ভালো লাগে কিনা বলে আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন।আমি যখন আমার হাত দুটো আর কাঁধের ঝোলাটা কিভাবে রাখলে উত্তর দেবার সাহস ফিরে পাবো ভাবছি তখন উনি হেসে বলতে লাগলেন যে সর্বোনে অধ্যাপক সরকার ল্যান্থানাইডসে অনেক কাজ করেছেন আর ভারতেও তিনি আরো কাজ করেছেন।এবারে উনি বাঁ দিকের ফিজিক্সের ঘর গুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন আর আমি বাঁক নিলাম কেমিষ্ট্রীর দিকে।অধ্যাপক বসু আমাকে অধ্যাপক সরকারের ছাত্র হিসেবে চিনতেন কারন করিডোরে অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে হাটার সময় অধ্যাপক বসুর সঙ্গে তাঁর কথোপতনের আমি একটু পেছনে থেকে নিরব দর্শক হয়ে থেকেছি।ঐ ঘটনার পরে একদিন মাষ্টার মশাই (অধ্যাপক পুলিন বেহারী সরকার) কে অধ্যাপক বসুর ল্যান্থানাইড নিয়ে আলোচনার কথা বলাতে তিনি হেসে বলে উঠলেন যে আমাকে এক গবেষনা চুরির গল্প বলবেন।সেই গল্পটা আজও মনে পড়ে ।বার্কের প্রথম দিকের ন্যুক্লিয়ার রিয়াক্টারের যন্ত্রগুলি কানাডা থেকে আসতো। খালি জাহাজ কে অন্য রপ্তানি মাল না থাকলে জল ভরে ওজন ঠিক করে রওয়ানো করার পদ্ধতি ব্যবহার হয়।তবে এখেত্রে কানাডার অনুরোধে জলের বদলে সমুদ্রতটের বালি দিয়ে ওজন ঠিক করার পদ্ধতির ব্যবহার হলো। ব্যাপারটা সন্দেহ জনক তা আবার কেরালা সমুদ্রতটের বালি তবে সাধারন জনগন ও অতি চালাক নেতাদের বুদ্ধির বাইরে।অধ্যাপক বসু সেই সময় কোনো কারনে দক্ষিন ভারতে গিয়েছিলেন আর ফিরে এসে বিজ্ঞান কলেজে এক বস্তা সমুদ্রের বালি এনে অধ্যাপক সরকারকে এই বালিতে কি আছে তা দেখতে বললেন।গবেষনার ফলে দুজনেই খুবই উত্তেচিত।এরপর অধ্যাপক সরকার ঠিক করলেন যে আসন্ন বিজ্ঞান কংগ্রসে তিনি সবার সামনে সেই বালিতে কি কি গুরুত্বপূর্ন জিনিষ আছে তা পড়বেন।বিজ্ঞান কংগ্রসের আগের সন্ধ্যায় অধ্যাপক সরকার অধ্যাপক শান্তি স্বরুপ ভাটনগর মহাশয় কে সেই গুরুত্বপূর্ন জিনিষগুলির লিষ্টের এক কপি দিয়ে এই বালি কানাডাকে দেওয়া যে বিপদের ও দেশের ক্ষতি তা বোঝালেন।সব ঠিক হয়ে গেলো ।পরের দিন সভার আরম্ভে ডাইরেক্টার জেনারেল সী এস আই আর সবাইকে আবাহন করে নেহেরুর দিকে তাকিয়ে মোনাজাইট বালিতে যে প্রচুর থোরিয়াম সহ প্রচুর ল্যান্থানাইডস আছে যা ভারতের ন্যুক্লিয়ার ও আরো মহত্বপূর্ন গবেষনায় সাহায্য করবে তার ব্যাক্ষা করলেন।। অধ্যাপক সরকার ভাবলেন যে সময়ের অভাবে তাঁকে না ডেকে অধ্যাপক ভাটনগর নিজেই তা পড়ে এবার প্রকৃত আবিষ্কারকের নাম বলবেন। তাঁরা বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন যখন শুনলেন ," আমরা সবাই এই রিপোর্ট টা তৈরী করেছি "। এর পরের কথা খুবই কম। অধ্যাপক ভাটনগর অধ্যাপক সরকারকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন যে জামশেদপুরের সী এস আই আর ল্যাবের ডাইরেক্টার পদের এর জন্য তিনি অধ্যাপক সরকারকে চান।অধ্যাপক সরকার হেসে তার বিজ্ঞান কলেজ অনেক ভালো ঐ ডাইরেক্টার পদ থেকে বলে জবাব দিয়েছিলেন ও শেষে বলেছিলেন তিনি বিষহীন তাই এ অন্যায়টা অধ্যাপক ভাটনগর করতে পারলেন তবে অধ্যাপক সাহা হলে কেওটের বিষ হজম শক্ত হতো।